মাল্টিমিডিয়া ক্যারিয়ার

সাত তরুণের ত্রিমাত্রিক

২০২৫ সাল। টেকনোলজিতে অনেক এগিয়ে গেছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশন-এর গবেষণাগারে তৈরি হয়েছে এক বিশেষ চিপ— যা এদেশের টেকনোলজিকে করবে আরো সমৃদ্ধ। কিন্তু আন্তর্জাতিক মাফিয়া দল সিকিউরিটি সিস্টেম ভেঙে ডাকাতি করে নিয়ে যায় সেই ফিউসন চিপ। আর চিপ উদ্ধারের লোমহর্ষক কাহিনী নিয়েই তৈরি হয়েছে এনিমেশন সিরিয়াল 'ত্রিমাত্রিক'-এর প্রথম পর্বটি। দেশে এ পর্যন্ত একাধিক এনিমেশন কার্টুন ও এনিমেশন ফিল্ম তৈরির উদ্যোগ আমরা দেখলেও সেগুলোর সফল বাস্তবায়ন কিংবা জনসম্মুখে প্রচারের কোনো উদ্যোগ আমরা দেখি নি। আর সেদিক থেকেই 'ত্রিমাত্রিক'-এর সার্থকতা। প্রায় ৩০ মিনিট দৈর্ঘ্যের এই এনিমেশন সিরিজটি তৈরি করেছে ত্রিমাত্রিক লিমিটেড। স্বপ্নদ্রষ্টা সাত তরুণের স্বপ্নের ফসল। প্রায় ২ বছর ধরে তারা কাজ করেছেন এই কার্টুনটির পেছনে। প্রথমদিকে 'বিবর্তন' নাম থাকলেও পরে তারা সিরিজটির নাম প্রতিষ্ঠানের নামেই রাখেন। অবশ্য পুরো সময় নিয়েই যে তারা কার্টুন বানিয়েছেন— তা নয়। এই সময়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জন্য একাধিক এনিমেটেড বিজ্ঞাপনচিত্র তৈরি করছেন এই টিম। তারমধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় বিজ্ঞাপন হলো ইউরোকোলার কার্টুন বিজ্ঞাপন 'দেখো দেখো সবাই দেখো...' একটি জিঙ্গেলসের সাথে কোনো তরুণীর অঙ্গভঙ্গির চিরাচরিত বিজ্ঞাপনের ভিড়ে এ ধরনের এনিমেটেড বিজ্ঞাপন যেমন ব্যতিক্রমী, তেমনি চিত্তাকর্ষক। কেন না, বহির্বিশ্বে এনিমেশন চিত্র থেকে শুরু করে সিনেমা— সবক্ষেত্রে যেরকম অহরহ কম্পিউটার ব্যবহার হচ্ছে— আমাদের দেশে ঠিক ততটাই অবহেলিত এই প্রযুক্তি। যাওবা কিছু ব্যবহার হচ্ছে, তাও শুধু স্টুডিওর বদ্ধ ঘরে মডেলদের নাচানাচিকে কম্পিউটারের বদৌলতে বসিয়ে দেয়া হয় অস্ট্রেলিয়ার অপেরা হাউজের সামনে। কিন্তু সম্পূর্ণ কম্পিউটার নির্মিত এনিমেটেড বিজ্ঞাপনচিত্র তেমন চোখে পড়ে না আমাদের দেশীয় চ্যানেলগুলোতে। অবশ্য দু'একটি বিদেশী প্রতিষ্ঠানের বদৌলতে কিছু এনিমেটেড বিজ্ঞাপনচিত্র প্রচারিত হলেও সেগুলোর সবই তৈরি হয়েছে বিদেশী এনিমেশন হাউজে। কিন্তু দেশী এনিমেশনও যে দর্শকদের আগ্রহের উদ্রেক করতে পারে— তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ হলো ইউরোকোলার এই বিজ্ঞাপনটি। মাত্র ২২ দিনে তৈরি এই বিজ্ঞাপনে একসাথে ১২টি ক্যারেক্টার নিয়ে কাজ করার ঘটনা বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত এনিমেশনের ইতিহাসে এটাই প্রথম।

সাত তরুণের তারুণ্যদীপ্ত এই স্বপ্নের প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্যোক্তা হলেন প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান রিপন নাগ। ১৯৯৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতে মাস্টার্স করার সময়ই তিনি আগ্রহী হন ইন্টেরিয়র ডিজাইনিং-এ। সেখানেই ডিজাইনিংয়ের প্রাথমিক ধারণা পান তিনি। কিন্তু ইন্টেরিয়র ডিজাইনিংয়ের প্রয়োগ অত্যন্ত সীমিত পর্যায়ে বলে এবং তার প্রধান বিষয় গণিতের সার্থক ব্যবহার নিশ্চিত করতে তিনি প্রোগ্রামার হবার ইচ্ছায় যোগ দেন একটি বেসরকারি আইটি ট্রেনিং সেন্টারে। পরবর্তীতে দেশের সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রির দুর্দশা দেখে

দারুণ শঙ্কিত হয়ে পড়েন। ঠিক সে সময়ই এক বন্ধুর কাছে তিনি শোনেন একটি বিজ্ঞাপনী সংস্থা প্রচুর টাকার বিনিময়ে একটি এনিমেশন তৈরি করিয়ে এনেছে ভারত থেকে। সে সময়ই তার মাথায় একটি এনিমেশন হাউজ প্রতিষ্ঠার চিন্তা আসে। উচ্চাকাঙ্ক্ষার এই স্বপ্নের বীজ তার মাথায় বপন করেছিল বন্ধু রেজা আরিফ। সেসময় অবশ্য এনিমেটেড বিজ্ঞাপন তৈরি করবেন— এমন চিন্তা ছিল না। বরং ইচ্ছা ছিল কম্পিউটার গেম বানাবেন। আর তখন থেকেই বন্ধুরা মিলে এনিমেশন শিখতেন একটি নির্দিষ্ট স্থানে। ত্রিমাত্রিকের জন্মও সে সময়ই। সে সময়ই তারা একটি কঙ্কাল নিয়ে মজাদার এনিমেশন তৈরি করেন যাতে ঢাকা শহরের নানা সমস্যার কথা তুলে ধরা হয়। এই এনিমেশনটি হানিফ সংকেতকে দেখানোর পর তা ১৯৯৯ সালে ঈদ-পরবর্তী 'ইত্যাদি'তে ইংরেজি ছবির বাংলা সংলাপ অংশের পরিবর্তে প্রচারিত হয়। আর সে সময়ই হানিফ সংকেতের উৎসাহে তারা বিজ্ঞাপন তৈরিতে মনোনিবেশ করেন। আর্থিক সহযোগিতা নিয়ে এই প্রচেষ্টায় যোগ দেন বন্ধু মোঃ আলম। সাথে আরো যোগ দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধু আশিক মোহাম্মদ জলি, বজলুর রহমান বিপ্লব, মহসিনুজ্জামান খান রুবেল, জহুরুল ইসলাম বনি এবং মোহাম্মদ ফয়সাল। এরপর কাজের পালা। সাতজনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় তারা একে একে তৈরি করেন সাহারা সিটি, মিল্কিস, ইউরোকোলা, রহমান প্রোডাক্টসসহ অনেকগুলো এনিমেটেড বিজ্ঞাপন। বর্তমানে তারা ক্রোমাটেকনিকের মাধ্যমে 3D এনরনভায়রনমেন্টে সত্যিকারের মডেল দিয়ে ক্যাপ্টেন চিপস-এর বিজ্ঞাপন তৈরিতে ব্যস্ত। বিজ্ঞাপন ছাড়াও তাদের কাজের তালিকায় রয়েছে তালপাতা,

সারগাম, দরজার ওপাশে, সাতরং, তোমাকে ভুলি নাই, তরঙ্গিনী, গানের মেলা এবং রান্না, সুরের মেলাসহ অনেকগুলো টাইটেল এনিমেশন। তাছাড়া একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেলের জন্যও টাইটেল এনিমেশন তৈরি করছে ত্রিমাত্রিক। এ ছাড়া ক্রোমাটেকনিকের মাধ্যমে সোলস, পঞ্চম, আলম আরা মিনু, এক্সিয়াম ও ফিডব্যাকের মিউজিক ভিডিও-ও করেছে ত্রিমাত্রিক। তবে বিদেশী কোম্পানিগুলোর মতো অত বড় টিম নেই বলে এ ধরনের কাজে অনেক বেশি সময় লাগে তাদের। আমাদের দেশে যারা বিজ্ঞাপন তৈরি করেন তারা অনেকেই মনে করেন— মডেল ছাড়া বিজ্ঞাপন হিট হয় না। তা ছাড়া যদিও বা কেউ এনিমেটেড বিজ্ঞাপন তৈরি করার চিন্তা করেন— তাহলেও তা বাইরে থেকে করিয়ে আনতেই উদ্যোগী হন। অথচ আমাদের দেশেই যে আন্তর্জাতিক মানের এনিমেশন তৈরি সম্ভব 'ত্রিমাত্রিকের' কাজগুলো সেকথাই বলে। নতুন কিছু করার এবং উপহার দেবার প্রচেষ্টা এই তরুণদের প্রথম থেকেই। আর সে লক্ষ্যেই তারা গত ২ বছর ধরে সমন্বিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। অথচ আমাদের দেশে যে সিনেমায় এনিমেশনের সবচে' বেশি ব্যবহৃত হবার সম্ভাবনা রয়েছে— সেই সিনেমায় চলছে কাটপিসের রাজত্ব। তারপরও আমাদের তরুণেরা থেমে নেই। এই তরুণদের হাত ধরেই আমরা যেতে পারব বিশ্বের বাজারে। কেননা, আমাদের দেশের এনিমেটেড বিজ্ঞাপন আর কার্টুন একদিন বাইরে রপ্তানি হবে— এমন স্বপ্নই আমাদের দেখায় ত্রিমাত্রিক।

▮ মোঃ মারুফ হোসেন
computertomorrow@maruf42.com

Ad Medianet